সংবাদ

তারিখ ... 29-SEP 2013 ...
পৃঃ ৭ কলাম ৬

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের ভূমিকা

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে ইংরেজ শাসন আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে তাদের কার্যকারিতা, শিক্ষা ক্ষেত্রে কমিশন কতটুকু অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তা আলোচনা করা প্রয়োজন। ইংরেজ আমল থেকে শুরু করে পাক-ভারত, বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত অনেক শিক্ষা কমিশন, শিক্ষা ব্যক্তিত্ব এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেছেন। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী অধিকাংশ সুপারিশই বাস্তবায়ন করতে পারেনি বা বাস্তবায়ন করেনি। তবে কেন, কি কারণে সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন হয়নি তার কোন সন্তোষজনক জবাব আমাদের আদৌ জানা নেই। ইংরেজ আমলে এদেশে শিক্ষার যত উন্নয়ন হয়েছে শুধু তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি পাক-ভারত, বাংলাদেশ তথা গোটা বিশ্বে প্রচার এবং ভিত রচনা করার জন্য। বাংলাদেশ বা ভারতীয়দের স্বার্থ ছিল এখানে গৌণ। তবে একটা কথা ঠিক যে, এদেশে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ঢোকার পর শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে প্রায় সব ক্ষেত্রে আধুনিকায়নের সূচনা হয়েছে।

১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক এদেশে গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার পর শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা দেখে বা শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নকল্পে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করার আগে তিনি এদেশের প্রচলিত শিক্ষার অবস্থা জানতে কৌতূহলী হন। ১৮২৬ সালে মাদ্রাজ প্রদেশের গভর্নর স্যার টমাস মনরো এবং ১৮২৯ সালে বোম্বে প্রদেশের গভর্নর মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিন স্টোন নিজ, নিজ প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট তৈরি করেছিল তা ছিল অসম্পূর্ণ এবং এসব রিপোর্টের কোন নির্ভরযোগ্যতা ছিল না। তাছাড়া, তৎকালীন বাংলাদেশ তথা দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল তার পেছনে কোন সরকারি প্রচেষ্টা ছিল না। তাই স্কটল্যান্ড প্রবাসী মিশনারি উইলিয়াম অ্যাডাম নিজ উদ্যোগে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। অবশেষে ১৮৩৫ সালে বড় লাট অ্যাডামের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং বাংলা ও বিহার প্রদেশে দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে রিপোর্ট প্রণয়ন করার শিক্ষা কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেন। শিক্ষাব্রতী অ্যাডাম ১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলা ও বিহার প্রদেশে নিখুঁতভাবে জরিপ করে পৃথক তিনটি রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন। বাংলা ও বিহারে দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে নির্ভুল একটি চিত্র তুলে ধরাই ছিল তার লক্ষ্য।

মিশনারি ধর্ম প্রচারক উইলিয়াম অ্যাডাম ভারতের তৎকালীন বড় লাট লর্ড বেন্টিংকের নির্দেশে দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে যে তিনটি রিপোর্ট পেশ করেন এতে বাংলা ও বিহারে এক লাখ বিদ্যালয় ছিল বলে উল্লেখ করেন। অ্যাডামের এ রিপোর্টটিকে কোন কোন বিশেষজ্ঞ অতিরঞ্জিত আবার কেউ কেউ সঠিক বলেছেন। অ্যাডামের রিপোর্টের মূল সাফল্য হলো যে, তিনি তার জরিপের মাধ্যমে তৎকালীন দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। ভারতীয়দের উন্নয়নের জন্য দেশীয় শিক্ষা পদ্ধতি বেছে নেয়ার জন্য তৎকালীন বড় লাটের কাছে সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু বড় লাটের নির্বাহী পরিষদ সদস্য এবং জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের প্রধান লর্ড ম্যাকলে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ফলে ইংরেজ সরকার দেশীয় শিক্ষা বাতিল করে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলন করেন। যদিও তৎকালীন শাসকরা অ্যাডামের প্রস্তাবগুলো গ্রহণযোগ্য মনে করেননি, তথাপি পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় তার নীতিকে অস্বীকার করতে পারেননি। দেশীয় শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বিদেশি শাসকরা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন। এরা দেশীয় শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় ও মূল্যহীন মনে করত। তারা চেষ্টা করতেন দেশীয় শিক্ষাকে কিভাবে এদেশের মাটি থেকে মুছে ফেলে তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার নামে ইংরেজি শিক্ষাকে এদেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া যায়।

<u>নিম্নগামী পরিস্রাবণ নীতি</u> : ১৮১৩ সালে সনদ আইনের মাধ্যমে ভারতের জনগণের শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত এক লাখ টাকা কিভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে এ সম্পর্কে লর্ড ম্যাকলের প্রদত্ত মতামতই 'নিম্নগামী পরিস্রাবণ নীতি' নামে অভিহিত। ম্যাকলের মতে– এমন এক শ্রেণীর লোক গড়তে হবে যারা আমাদের দোভাষীর কাজ করবে। তারা হবে এমন এক শ্রেণীর লোক যারা রক্তে-বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচি, নীতি ও বুদ্ধিতে ইংরেজ। নিম্নগামী পরিস্রাবণ নীতি দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংস ডেকে এনেছিল। এতে দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, প্রাথমিক বিদ্যালয় শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

<u>উডের ডেসপ্যাচ</u> : ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষা সংক্রান্ত যতগুলো নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছিল তন্মধ্যে উডের ডেসপ্যাচ ১৮৫৪ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ পরবর্তীকালে ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে তথা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় যত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে সব কিছুর মূলে উডের ডেসপ্যাচের কিছু না কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উডের শিক্ষানীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি শিক্ষার নিম্নগামী পরিস্রাবণ নীতি ত্যাগ করে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়। এক কথায় বলা যায়, স্বাধীন ভারতে ঔপনিবেশিক পাকিস্তান আমলের পূর্বে বাংলায় এবং বাংলাদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলে এসেছে তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই শিক্ষা সনিদে। উডের ডেসপ্যাচের লক্ষণীয় দিক হলো :

১) ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের দায়িত্ব স্বীকার ২) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাদান কিভাবে চলবে এ সম্বন্ধে চিন্তাপ্রসূত সুপারিশ।

<u>হান্টার কমিশন (১৮৮২)</u> : ব্রিটিশ ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন হলো হান্টার কমিশন (ভারতীয় শিক্ষা কমিশন)। ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচের পর ১৮৮২ সাল পর্যন্ত শিক্ষার অগ্রগতি পরিমাপ এবং শিক্ষার নীতিমালা পর্যালোচনার জন্য হান্টার কমিশন গঠিত হয়। উডের ডেসপ্যাচে (১৮৫৪) সাল ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য যেসব উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তন্মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান প্রদানের রীতি গ্রহণ এবং ধীরে ধীরে শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দীর্ঘদিন পরও পরিকল্পনাগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় জনমনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ফলে ১৮৮২ সালে লর্ড রিপন ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন নামে ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন।

কমিশন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং অনুদান প্রথার উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে দেশীয় শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ও নারী শিক্ষা প্রভৃতি বিস্তার কল্পে বিভিন্ন যুগোপযোগী পরিকল্পনাসহ অর্থ, অনুদান পাঠক্রমবিষয়ক সুপারিশ প্রদানপূর্বক ভারতে তথা বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ভিত্তি রচনা করেছিল।

হান্টার কমিশন ১৮৮৩ সালে ২২২টি প্রস্তাবনাসংবলিত সুদীর্ঘ ৬০০ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন সরকারের কাছে পেশ করে। কমিশনই সর্বপ্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে বর্ণনা করে এবং এর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ সুপ্রশস্ত করে। তবে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, প্রথম শিক্ষা কমিশন হিসেবে হান্টার কমিশন উপমহাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

/বাকি অংশ আগামীকাল দেখুন/